সর্বস্তরে আইনি সহায়তা
চৌকি আদালত সক্রিয়করণ

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

ভাঙ্গা চৌকি কোর্ট উদ্বোধন, ২৮ নভেম্বর ২০১১
ছবি : হাসিনা মমতাজ লাভলি/এডভোকেসি অফিসার/ব্লাস্ট ফরিদপুর

ভূমিকা

লম্বা দূরত্ব এবং খরচের জন্য বাংলাদেশের অনেক মানুষ ন্যায়বিচার পেতে কোর্টের সাহায্য নেয়ার সুযোগ পাননা। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল বা তুলনামূলক অনুন্নত স্থানে এই সমস্যা বেশ প্রকট বলা চলে।
এরূপ সমস্যা সমাধানের জন্য ২০১৫ সালের ১ এপ্রিল ফরিদপুরের ভাঙ্গাতে আইনি সাহায্য প্রদানের জন্য চৌকি আদালতের বিশেষ কমিটি তৈরি করা হয়। প্রচলিত আইনব্যবস্থার অন্যতম নিম্ন স্তর হিসেবে বিবেচিত চৌকি আদালতে আইনি সাহায্য প্রদানের জন্য কমিটি গঠনের দৃষ্টান্ত এটিই প্রথম। এছাড়া এই বিশেষ কমিটি গ্রামাঞ্চলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ বলা যায়। সরকারি ও বেসরকারি যৌথ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত এই পদক্ষেপটি জাতীয় আইন সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এনএলএএসও এবং দেশের সর্ববৃহৎ আইনজীবিদের নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (BLAST) এর মধ্যে পার্টনারশিপ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।

পটভূমি

বর্তমানে বাংলাদেশে আইনি সহায়তামূলক কার্যক্রমগুলো 'লিগ্যাল এইড সার্ভিস অ্যাক্ট ২০০০' এর আওতায় পরিচালিত হয়। জাতীয় আইনি সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা এনএলএএসও-এ ধরনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে সবার জন্য আইনি পরিসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মূলনীতি ও কার্যক্রম গ্রহণের কাজ চলছে। আইন মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত বিশেষ বোর্ড বর্তমানে এনএলএএসও-এর জন্য যাবতীয় কাজের উদ্যোগ নিয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ বিচার ব্যবস্থা সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ে জেলা, উপজেলা এমনকি ইউনিয়নগুলোতেও আইনি সাহায্য দেয়ার কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি।

বর্তমানে শর্তসাপেক্ষে সাধারণ মানুষদের সরকারি আইনি সুবিধা দিচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান। যেমন- যাদের বার্ষিক আয় ৫০,০০০ টাকার উপরে নয় অথবা যারা মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী কিংবা আংশিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং বাৎসরিক আয় ৭৫,০০০ টাকা থেকে কম, যারা পাচার এবং এসিড নিক্ষেপের শিকার, বিধবা ইত্যাদি তাদের জন্য এই বিশেষ আইনি সহায়তা উন্মুক্ত করা হয়েছে। এ সব ধরনের মামলার জন্য বিনামূল্যে আইনি সেবা প্রদানের পাশাপাশি মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচও বহন করছে প্রতিষ্ঠানটি।

আইনি সাহায্যের উন্নয়ন

প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বিনামূল্যে আইনি পরিসেবা

দিচ্ছে ব্লাস্ট। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকৃত দরিদ্র নারী, পুরুষ ও শিশু এবং বৈষম্যের শিকার ব্যক্তিদের আইনি সহায়তা প্রদান করছে এই প্রতিষ্ঠানটি। ফৌজদারি, পরিবারিক কিংবা শ্রম আইনের আওতায় বিভিন্ন বৈষম্য ও বিরোধ নিষ্পত্তির কাজে প্রতিষ্ঠানটি অনেক দিন ধরে যুক্ত রয়েছে। ব্লাস্ট তার ক্লায়েন্টদের (যাদের আয় প্রতি মাসে টাকা ১০ হাজার টাকার সমতুল্য বা এর নিচে) আইনি সাহায্য প্রদান করে। এক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় নারী, শিশু, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিগত কয়েক বছর থেকে ব্লাস্ট আইনি সেবার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য নতুন কৌশল ও পন্থা তৈরিতে কাজ করছে। মূলত 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের জন্য ন্যায় বিচার' নামক প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে কমিনিউটি লিগ্যাল সার্ভিস (সিএসএস)-এর মাধ্যমে এই কাজ করছে ব্লাস্ট।

পার্টনারশিপ গঠন

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রেফারেল সিস্টেম তৈরির জন্য বেশ কিছুদিন ধরে এনএলএএসও-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে ব্লাস্ট। এই রেফারেল সিস্টেমের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ সহজ হবে, বিশেষ করে যেসব এলাকা বর্তমানে ব্লাস্টের আওতাধীন নয় সেখানেও এ ধরনের আইনি সহায়তা প্রদান করা যাবে। এই লক্ষ্যে বর্তমানে প্রতিষ্ঠান দুটি একটি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে যৌথভাবে কাজ করছে।

ভাঙ্গা চৌকি কোর্ট লিগ্যাল এইড সাব-কমিটি কার্যক্রম

ছবি : ইন্দ্রজিত পাল নিত্য/প্যারালিগ্যাল/ব্লাস্ট

পটিয়া চৌকি কোর্টের লিগ্যাল এইড সাব-কমিটি সক্রিয়করণ বৈঠক। ছবি : ফারজানা/ব্লাস্ট

এক্ষেত্রে ব্লাস্টের পক্ষ থেকে চৌকি আদালতের অভ্যন্তরে প্যারালিগালের অফিসে আইনি ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে যেখানে এনএলএসও অফিস রুমের ব্যবস্থা করছে।

ফরিদপুরে ২০১৩ সালের ৩১শে জুলাই স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণে একটি মিটিং-এর পর থেকে ব্লাস্ট একটি লিগ্যাল এইড কমিটি গড়ে তোলার কাজ শুরু করে। ষাটজনেরও বেশি মানুষের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত মিটিংটিতে ন্যায়বিচার পেতে স্থানীয়রা যে সকল বাঁধার শিকার হন সেগুলো চিহ্নিত করে এ বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

মিটিং-এ বলা হয় যে ভাঙ্গা, নগরকান্দা, সালথা বা সদরপুর উপজেলায় দরিদ্র মানুষদের জন্য আইনি সহায়তার একমাত্র উপায় ফরিদপুর জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি যা কিনা ভাঙ্গা থেকে ৪৩.৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোর মানুষদের অধিকাংশই দরিদ্র। ভাঙ্গা উপজেলায় ২,৩২,৩৮৬ জন বসবাস করেন এবং এখানে শিক্ষার হার মাত্র ৩৮.১% । এদের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি। এখান থেকে ফরিদপুর সদর যাওয়ার জন্য কেবলমাত্র বাস এবং অটো রিকশা রয়ছে। স্থানীয় বাস দিয়ে ফরিদপুর সদর যেতে খরচ হয় ৫০ টাকা এবং সিএনজি মাধ্যমে যেতে লাগে ৬০০ টাকা। এই সামগ্রিক দূরবস্থার কারণে আহত এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ফরিদপুর জেলা আদালতে যাতায়াত বেশ কঠিন। ন্যায়বিচার পেতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয় তা ভাঙ্গার মানুষদের জীবিকা ও আয়ের সঙ্গে কোনোরূপ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

আইনি সহায়তাসমূহ

১ এপ্রিল ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬- এ সময়টায় মহিলাদের থেকে ৮৯, পুরুষদের ৪৫ ও শিশুর পক্ষ থেকে ১ টি আবেদন গ্রহণ করে এই কমিটি। এখন পর্যন্ত ৮৯ জন মহিলা ও ৩ জন শিশুসহ মোট ১৪৫ জনকে আইনি পরামর্শ দিয়েছে এই লিগ্যাল এইড কমিটি। এছাড়া এই কমিটির সহায়তায় মোট ১১২টি কেস ফাইল করা হয়েছে যাদের মধ্যে ৮টির রায় ও ১টি কেসের নিষ্পত্তি হয়েছে। এই কেসগুলোর মধ্যে বেশিরিভাগই (৭৩টি) নারীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর ব্লাস্ট এনএলএএসও-এর পরিচালক বরাবর বাংলাদেশের চৌকি আদালতে আইনি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন করে এবং এই লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি মিটিং আয়োজন করা হয়। ২০১৩ সালের ১৮ নভেম্বর এনএলএএসও প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। এরপর ব্লাস্ট আইন মন্ত্রণালয়ের নিকট জরুরী সংশোধনীর জন্য আবেদন করে। ২০১৪ সালের ২৩ এপ্রিল এনএলএএসও এবং ব্লাস্ট একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠান দুটি একটি খসড়া গাইডলাইন তৈরি করে যার ভিত্তিতে ফরিদপুর চৌকি আদালতে বিশেষ আইনি সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়।

চৌকি আদালত এবং লিগ্যাল এইড কমিটি (বিশেষ কমিটি) ভাঙ্গা চৌকি আদালত উদ্বোধন, ২৮ নভেম্বর ২০১১

এই কমিটিটি প্রতিষ্ঠা করা এবং সম্ভাব্য সদস্য শনাক্তকরণের লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ২১মে ব্লাস্টের উদ্যোগে ফরিদপুর ডিএলএসি-এর সঙ্গে একটি মিটিং আয়োজন করা হয়। একই বছরের ১৮ নভেম্বর ব্লাস্ট এবং ফরিদপুর ডিএলএসি-এর যৌথ উদ্যোগে ভাঙ্গা উপজেলায় বিশেষ ইভেন্ট আয়োজন করা হয় যার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে চৌকি কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটির কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক মোঃ জাহিদুল ইসলাম। এরপর ২০১৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ভাঙ্গা চৌকি আদালতে একজন প্যারালিগাল নিয়োগের কার্যক্রম শুরু করে ব্লাস্ট। এই লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ১০ মার্চ পরীক্ষা আয়োজন করা হয় এবং একই বছরের ১ এপ্রিল প্রথম প্যারালিগাল তার কার্যক্রম শুরু করেন। ব্লাস্টের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত এই প্যারালিগাল জ্যেষ্ঠ সহকারী জজের তত্ত্বাববধানে আইনগত সহায়তা প্রদানের কাজে নিয়োজিত আছেন।

২০১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর চৌকি আদালত এবং লিগ্যাল এইড কমিটি গঠনের কাজ পুরোপুরিভাবে শেষ হয়। জ্যেষ্ঠ সহকারী জজকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে গঠিত কমিটিতে বার এসোসিয়েশনের সভাপতি, উপজেলা উইমেনস অ্যাফেয়ার অফিসার, পাবলিক প্রসিকিউটর, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান, চৌকি কোর্ট ল' ইয়ার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এবং ব্লাস্টের একজন প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে যুক্ত হন। এই বিশেষ কমিটিটি ভাঙ্গা, নগরকান্দা এবং সদরপুরসহ মোট চারটি থানায় আইনি সাহায্যে নিয়োযিত রয়েছে। বর্তমানে এই চৌকি আদালতের ১০জন প্যানেল আইনজীবী সাধরণ মানুষদের আইনি সহায়তা প্রদান করছেন।

বাঁশখালি চৌকি কোর্টের লিগ্যাল এইড কমিটি সক্রিয়করণ বৈঠক। ছবি : ফারজানা/ব্লাস্ট

ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত কমিটিতে ১৪টি মিটিং আয়োজন করা হয় যেখানে মামলাসমূহের অবস্থা, প্যানেলে নিযুক্ত আইনজীবীদের বিল এবং পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বিগত ডিসেম্বর ছাড়া (যেহেতু কোর্ট বন্ধ ছিল) প্রত্যেক মাসেই এ ধরনের মিটিংয়ের আয়োজন করেছে এই কমিটি। মিটিংগুলোতে কমিটির চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এ সম্পর্কে ডিএলএসিকে নিয়মিত জানানো হয়। এছাড়া চৌকি আদালতে নিযুক্ত কমিটিটি ব্র্যাক, মাদারিপুর লিগাল এইড, ফরিদপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এফডিএস) এবং আমরা কাজ করি (একেকে) সহ বেশ কিছু স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে মাইক্রো-ক্রেডিট, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং জীবিকাসংক্রান্ত বিষয়সহ নানা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে।

চৌকি কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি পুনঃগঠন

সরকারি কোনো নির্দেশনার পাওয়ার আগেই অনেকটা পরীক্ষামূলকভাবেই এই কমিটি গঠন করা হয়। ২০১৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ আইন মন্ত্রণালয় হতে 'চৌকি কোর্ট কমিটি রেগুলেশনস ২০১৬' নামের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিটিতে দেশের সব চৌকি আদালতে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠনের আনুষ্ঠানিক নির্দেশ দেয়া হয়। সরকার প্রদত্ত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে ২০১৬ সালের ৩১ অক্টোবর চৌকি কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি পুনঃগঠন করা হয়।

চট্টগ্রামে সরকারি আইনি সহায়তা পৌঁছে দেয়া

এরপর সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে চট্টগ্রাম ও ভোলাতে চৌকি কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি গঠনের জন্য ব্লাস্ট এবং এনএলএএসও এর মধ্যে নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রায় ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৬৫ মানুষের বসবাস চট্টগ্রামের পটিয়াতে, যেটি বেশ প্রত্যন্ত এলাকা। অন্যদিকে ঘনবসতিপূর্ণ জেলা ভোলাতে ৪ লক্ষ ৮ হাজার ৯৪ জন বসবাস করছে।

২০১৬ সালের ২০ জুলাই এনএলএএসও এবং ব্লাস্টের মধ্যে চট্টগ্রামের পটিয়া, বাঁশখালি এবং সাতকানিয়া উপজেলায় চৌকি কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি গঠনের ব্যাপারে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। পরবর্তীতে ব্লাস্ট উক্ত তিনটি উপজেলায় সাব-কমিটি গঠনের ব্যাপারে চৌকি কোর্ট বিচারকদের সাথে আলোচনার আয়োজন করে। উক্ত আলোচনায় কমিটির গঠন এবং দায়িত্বের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গত বছরের অক্টোবর এবং নভেম্বরে ব্লাস্ট পটিয়ায় দুটি সভার আয়োজন করে যার বিষয়বস্তু ছিল এলাকাটিতে চৌকি কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি চালু করা। উক্ত সভায় জেলা আদালতের সিনিয়র সহকারী বিচারক, সহকারী কমিশনার(ভূমি), সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (নারী), উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ, উপজেলা আনসার ও ভিডিপি প্রতিনিধিবর্গ এবং এনজিও কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। প্যারালিগ্যাল সদস্যদের নিয়োগ, জায়গার বণ্টন, আরএমও পাবলিকেশন এবং রেফারেল সিস্টেম নিয়ে উক্ত সভায় আলোচনা করা হয়। বর্তমানে ব্লাস্ট পটিয়ায় আরও তিনটি বিশেষ লিগ্যাল এইড কমিটি স্থাপনের মাধ্যমে চৌকি কোর্ট চালু করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে এই এলাকার মানুষদের সরকারি আইনি সেবার আওতায় আনা।

চৌকি আদালতের স্থায়িত্ব

২০১৭-এর মার্চে চলমান সিএলএস প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পর পুনরায় সরকার বরাবর ফান্ডের জন্য আবেদন করা হবে বলে এনএলএএসও-এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। 'লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস অ্যাক্ট ২০০০' অনুযায়ী জেলা লিগ্যাল এইড কমিটিকে নিয়মিত ফান্ড দেয়ার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে চৌকি আদালত কমিটির জন্য আলাভাবে ফান্ড রেখে নিজেদের বাজেটের জন্য সরকার বরাবর আবেদন করবে এনএলএএসও। আশা করা হচ্ছে সরকারি তহবিল পাওয়ার পর চৌকি কোর্ট লিগ্যাল এইড কমিটি প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে কার্যক্রম পুরোদমে চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

সালেহা বেগমের গল্প

ভাঙ্গায় বাস করা সালেহা বেগমের বিরুদ্ধে যখন জনৈক জামিল মৃধা মামলা দায়ের করেন তখন সালেহা আসলেই জানতেন না কিভাবে তা মোকাবেলা করা উচিত। প্রতিবেশীদের পরামর্শে তিনি চৌকি আদালতের লিগ্যাল এইড কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সালেহার কাগজপত্র দেখতে গিয়ে নিযুক্ত প্যারালিগাল দেখতে পান যে মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি ইতোমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে প্যারালিগাল নিজ দায়িত্বে সাব রেজিস্ট্রি অফিস থেকে এই কাগজপত্র পুনরায় সংগ্রহ করেন এবং জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির কাছে মামলাটি হস্তান্তর করেন। এভাবে বিনামূল্যে সরকারি আইনি সহায়তা সালের দুশ্চিন্তা অনেকাংশেই কমিয়ে দিয়েছে এবং তিনি এখন শীঘ্রই মামলা নিষ্পত্তির আশা করছেন।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮-০২-৮৩৯১৯৭০-২, ৮৩১৭১৮৫, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮৩৯১৯৭৩
ইমেইল : mail@blast.org.bd | ওয়েব : www.blast.org.bd
facebook.com/BLASTBangladesh

ব্লাস্ট হটলাইন : ০১৭১৫২২০২২০
সরকারী লিগ্যাল এইড হটলাইন : ১৬৪৩০
নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্পলাইন : ১০৯

লেখক : ফারিয়া আহমদ
এডিটর : সারা হোসেন এবং গাব্রিয়েল গ্রোসেনবাকার

ডিজাইন এবং প্রিন্ট: অমনিস্পেস লিমিটেড